# রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ শিক্ষার্থীকে শাস্তি, ২ ছাত্রলীগ নেতার লঘুদণ্ড

**রাবি প্রতিনিধি**
২৪ অক্টোবর ২০২৩, ০৬:১৪ পিএম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৯ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন অপরাধে শাস্তি দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তবে দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে সত্যতা পেয়েও তাদের লঘুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সহকর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণের দায়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপককে দুই বছরের জন্য সব ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গত রবিবার রাতে উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২৫তম সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সময় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. সুলতান-উল-ইসলাম ও অধ্যাপক মো. হুমায়ূন কবীরসহ সিন্ডিকেট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিন্ডিকেট সদস্য এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, শৃঙ্খলা কমিটির সভায় গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগের ৪ নেতাসহ ১১ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে। গত রবিবারের সিন্ডিকেটে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিন্ডিকেট সভা সূত্রে জানা যায়, সিন্ডিকেটে ওই ১১ শিক্ষার্থীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রস্তাব ওঠে। তাদের মধ্যে ১ জনকে স্থায়ী ও বাকি ৮ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওই ১১ শিক্ষার্থীর মধ্যে চারজন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা। তাদের মধ্যে দুজনকে শাস্তি দেওয়া হলেও অন্য দুই নেতাকে লঘুদণ্ড হিসেবে 'সতর্ক করার ও হল থেকে সরানোর' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া সহকর্মীর সঙ্গে অশালীন আচরণের দায়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এনামুল হককে দুই বছরের জন্য একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অভিযোগে কয়েকজন শিক্ষার্থীর আবাসিকতা বাতিল ও সতর্ক করা হয়েছে।

সূত্র আরও জানায়, শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র আশিকুল্লাহকে। ২০২২ সালের জুনে আইন বিভাগের এক শিক্ষকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে তাকে ওই সময় সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল। সিন্ডিকেট সভায় তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ইয়াসির আরাফাত, নজরুল, মাহিন, শাফিউল্লাহ, আলিফ ও শিশিরকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মামলাও চলমান থাকবে। তাদের পরিচয়ের বিস্তারিত পাওয়া যায়নি।

## ছাত্রলীগের দুই নেতাকে লঘুদণ্ড

শৃঙ্খলা কমিটির সভায় ছাত্রলীগের চার নেতাকে সাময়িক বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল। ১১ জনের মধ্যে বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ২ ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে তেমন শক্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কমিটি বহিষ্কারের সুপারিশ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সদ্যবিলুপ্ত কমিটির সহসম্পাদক হাসিবুল ইসলাম ওরফে শান্ত, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) ছাত্রলীগের সভাপতি আবু সিনহা, হোসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাঈম আলী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সোলাইমানকে।

গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তবিভাগ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স বিভাগের এক শিক্ষককে লাঞ্ছিতের ঘটনায় আইবিএ ছাত্রলীগের সভাপতি আবু সিনহাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কৃত হাসিবুল ইসলামকে সাময়িক বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। সিন্ডিকেট সভায় শৃঙ্খলা কমিটি তাদের দুজনের বিষয়ে যে সুপারিশ করেছিল, তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তবে অপর দুই ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র কৃষ্ণ রায়কে মারধর ও ‘শিবির’ আখ্যা দিয়ে হত্যার হুমকির অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা নাঈম ও সোলাইমানকে সাময়িক বহিষ্কারের সুপারিশ করেছিল শৃঙ্খলা কমিটি। সেই সঙ্গে অনাবাসিক ছাত্র হওয়ায় তাদের দ্রুত হল থেকে অপসারণ করতে বলা হয়। কিন্তু সিন্ডিকেট সভায় সাময়িক বহিষ্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাদের শুধু হল থেকে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার বলেন, ‘সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ডকুমেন্ট প্রকাশিত হওয়ার পরে সেটি পাবলিক ডকুমেন্ট হয়ে যাবে। তখন সকল প্রশ্নের উত্তর জানতে পারবেন। আর আমি একাডেমিক ছাড়া অন্য বিষয়ে মোবাইলে ইন্টারভিউ দেই না।’